International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 10 Issue 2, Mar-April, 2022, Impact Factor: 7.326

রমাপদচৌধুরীর গল্পের নারীরা

মিলনমণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক, এস. আর. এফ. কলেজ,বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

Ramapado Choudhurir Golper Narira

Milan Mandal
Associate Professor, S.R.F. College, Beldanga, Murshidabad

রমাপদচৌধুরীর জন্ম ২৮শেডিসেম্বর ১৯২২ সালে।অধুনামেদিনীপুরজেলারখড়্গপুরশহরে।রেলশহরখড়্গপুরে রমাপদচৌধুরী বাল্যকাল কাটালেওআসলেতার পিতৃপুরুষেরছিলেনবর্ধমান জেলারলোক। নিতান্ত গ্রাম্য মানুষ রমাপদচৌধুরীর পিতা-মাতা।তাঁর পিতামহেরপ্রায় দু'শো বিঘা জমিজমাছিল।তাঁর পিতামহছিলেনসংস্কারমনা। তাই রমাপদরপিতা তারাপ্রসন্ন চৌধুরীকে তিনি সেই পাড়াগাঁয়েথেকেও এন্ট্রান্স পাশ করিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাকে কলকাতায়পাঠিয়েবিজ্ঞান বিষয় নিয়েএম. এসসি পাশকরিয়েছেনউত্তরাধিকার সূত্রে রমাপদচৌধুরী যেমননিশিক্ষা ও সংস্কার পেয়েছিলেন,তেমনিপেয়েছিলেনশারীরিকগঠন, মেধা ও মনন।ইন্টারমিডিয়েটপরীক্ষা দিয়ে রমাপদতিন মাস ধরে মুরী, রাঁচি, রামগড় ম্যাকলুস্কিগঞ্জ , আরগাড়ারেলিগাড়ারকয়লাখনি, খালারির চুনের পাহাড় যেমন দেখলেন,তেমনিআদিবাসীউপজাতিফিরিঙ্গি যুবক-যুবতী, প্রবাসী বাঙালিও মার্কিন সৈন্যদের সম্পর্কে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন।এইভাবে তিনি পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বেশ কয়েকবার গোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন।ফলেওই বয়সেই তাঁর পরিব্রাজকের মানচিত্র বিশাল বিস্তৃতিলাভকরেছিল।তবে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ভ্রমণ করলেও রমাপদ চৌধুরীর মনেরওপর গভীর ছাপ ফেলেছিলরাঁচি-হাজারিবাগ এলাকারমানুষ।জীবনেরএই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে তাঁর নানাগল্প ও উপন্যাসেরপটভূমিরূপেউঠেএসেছে।

সারাজীবনেরসঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে কাজেলাগিয়ে রমাপদ প্রায় দেড়শোটি ছোটোগল্প রচনা করেছেন।এই গল্পগুলির মধ্যে পুরুষচরিত্রের পাশাপাশিনারী চরিত্ররা বেশ উজ্জ্বল । এই আলোচনায় রমাপদচৌধুরীর গল্পের সেইসমস্ত উচ্চবিত্ত , মধ্যবিত্ত , নিম্ন -মধ্যবিত্ত , আদিবাসীসমাজেরপ্রতিনিধি স্বরূপ নারীচরিত্ররা উঠেএসেছে।

গল্প সমগ্রের প্রথম গল্প 'উদয়াস্ত'। বিষ্ণুরাম ও সাবিত্রীর দাম্পত্য জীবনেরখণ্ড খণ্ড চিত্র গল্পটিকে আকর্ষণীয় করেতুলেছে।বিষ্ণুরাম ছোট্ট একটিস্টেশনেরস্টেশন মাস্টার। বিষ্ণুরাম ব্যতীত এ.এস.এম, মালবাবুআর চেকার তারই স্টেশনের জনবল। বিষ্ণুরাম তাদের প্রত্যেকের চেয়ে বয়সে বড়। বিষ্ণুরাম রেল কোয়ার্টারে থাকে। সাবিত্রী , গৌতম, গৌরাঙ্গ ও একটিছোট্ট কোলের মেয়েকেনিয়েবিষ্ণুরামের সংসার।বিশ বছরেরদাম্পত্য জীবনে বিষ্ণুরাম আজওঅসুখী, অতৃপ্ত। 'সংসার' নামকবস্তুটার প্রতি তাঁর যেনবিরক্তির ভাব পুটেউঠে।পৃথিবীতেযে আরও মানুষআছেতা বিষ্ণুরাম মাঝেমাঝেভুলেযায় রেলেরকাজেরচাপে।তাঁর জীবনেআছেশুধুঅপেক্ষা—সূর্যোদয় তাকে মনেকরিয়ে দেয় সন্ধ্যার আর সন্ধ্যা -রাত্রির। তাই তার একটা বিহিত বিষ্ণুরাম দেখতেচায়। রেলেরডিউটিরজন্য ককনো সে ভালোমতো ঘুমাতেপারেনা। রেল গাড়িরহুইসেলেরআওয়াজেসে ঘড়মড়িয়েউঠে পড়ে।শিবুকেছাড়তেহবে ডিউটিথেকে, তাইতো তাঁর এততাড়া। সাবিত্রীকে বিরক্তিভাবে বলে --

''সেজ্ঞান কি তোমার আছে।শিবুকেরিলিভকরতেহবেনা।''[১]

বিষ্ণুরামের এই উক্তির মধ্য দিয়েই তাঁর মনেরগভীরেরকোথাও যেন সাবিত্রীর প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ পেয়েছে।বিশ বছরের দাম্পত্য জীবনেরমধ্যেও বিষ্ণুরাম ও সাবিত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কটা ফাঁক রয়ে গেছে। সাবিত্রীর ভক্তির মধ্যেই সেইরহস্য বেরিয়েপড়েছে।সাবিত্রী যখনবলে—

‘‘—ওঃ প্রাণ গলে গেল শিবুর দুঃখে আর আমি যে এদিকে রাতভর ঘুমুতে পাই না, সেটা আর খেয়াল হল না, না? আমার বেলায় ভোর চারটে য়চা চাই।’’[২]

তখন সাবিত্রীর হৃদয়ের অন্তর জ্বালা যেমন ধরা পড়েতে মনিতাঁর প্রতি স্বামীর কর্তব্যপালনের ঘটনাও চোখে পড়ে স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কর্মজীবনের অনুপ্রবেশে ক্ষেত্রটি বেশ স্পষ্ট। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি কীভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরায়—‘উদয়াস্ত ’ গল্পটি না পড়লে বোঝা যাবে না।

‘সাবিত্রী এই গল্পের মূল নারী চরিত্র। সাবিত্রী —সংসারের সমস্ত কাজ সামলে বিষ্ণুরামের জন্য রাত জেগে অপেক্ষা করে তার চোখে ঘুম আসেনা। পায়ের শব্দ শোনা মাত্র দরজা খুলে দেয় তবুও বিষ্ণুরামের তাকে বকা চাই-ই। রুটিন বাঁধা জীবন থেকে তারা আপ্রাণ বেড়ানোর চেষ্টা করতে থাকলেও সাবিত্রী ও বিষ্ণুরাম তা পারেনি। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সংকটে তারা আক্রান্ত। আর্থ -সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতে পারেনি। শ্রেণি বিভাজনের চিত্রও রমাপদ চৌধুরীর দৃষ্টি এড়ায়নি বিষ্ণুরাম যখন রানদীপকে বলে—

"তুই ব্যাটা ভোজন করেছিলি কিরে? ভোজন করবে বর্ধমানের মহারাজা আমি করবা আহার তুই ব্যাটা খাবি।"[৩]

তখন শ্রেণী বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠে। মধ্যবিত্ত ট্রিপিক্যাল মানসিকতার চিত্র ছাকনি আনার প্রসঙ্গে দেখা যায়। বিষ্ণুরামের মুখ দিয়ে এই লেখকের দাম্পত্য জীবনের পাশাপাশি রেল সংস্কৃতির অন্ধকারময় দিকটি উন্মোচিত করেছেন কয়লা ও মালগাড়ির প্রসঙ্গে উল্লেখ করে।

গল্পটিতে অন্যান্য অপ্রধান চরিত্র থাকলেও মুখ্য চরিত্র রূপে বিষ্ণুরাম ও সাবিত্রীই উঠে এসেছে। বিষ্ণুরাম ও সাবিত্রীর দাম্পত্য টানাপোড়েনের চিত্র অংকন করাই ছিল রমা পদ চৌধুরীর উদ্দেশ্য। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পারস্পরিক সম্পর্ক গুলো কিভাবে ভেঙে যাওয়ার সম্মুখীন তা সুন্দরভাবে লেখক তুলে ধরেছেন কর্মক্লান্ত জীবনের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের জন্যই এই গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। তাইতো বিষ্ণুরাম প্রগাঢ় আগ্রহে যখন সাবিত্রীকে বুকের কাছে টেনে নেয় তখন সাবিত্রী ও কিছুক্ষনের জন্য নিজেকে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সাবিত্রীর বিবেক চেতনা থাকে বিষ্ণুরামের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নেয় বলে-" লজ্জা করে না তোমার বুড়ো হতে চলল-- এখনো ওইসব কপটক্রোধে সে চলে যায় ভাত বাড়তে বিষ্ণুরাম এখনো অভুক্ত।"[৪]

আসলে বিষ্ণুরাম এর সমস্ত বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে কবে কবে যে সেই বৃদ্ধ হয়েছে কাজের চাপে সে কথা ভুলে গেছে। আজ তাই ছেলেরা তাকে মানেনা সাবিত্রীও তার প্রতি কোনো আকর্ষণ দেখায় না। এ যেন বিষ্ণুরাম এর জীবনের বড় ট্র্যাজেডি তাইতো তার এই সংসার অপেক্ষার স্টেশনে ঘরকে অনেক ভালো মনে করেছে টরে টক্কা টরে টক্কা টরে টরে দাম্পত্য জীবনের চিরচেনা দিকগুলো কে লেখক নতুন আলোকে আলোকিত করে তুলেছেন। জীবনের উদয় থেকে অস্ত্র এই সময়ের এক বিষাদময় চিত্রটি হল উদয়াস্ত ।

সাবিত্রির মনোবিশ্লেষণে গল্পটি অনন্য রূপ লাভ করেছে।

‘সহযোগ’ গল্পে আমরা দেখতে পাই—শিবনাথ ও রানী এবং বীরেন ও অমিতার কাহিনি। নিজের স্ত্রী ‘ রানী’ সম্পর্কে শিবনাথের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। বীরেন ও অমিতার দাম্পত্য জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি শিবনাথ মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাই সে রানীকে বীরেনের কোয়ার্টারে ঢুকতে দেখে সন্দেহ করেছে। অথচ সহজ সরল মানসিকতায় রানী কখনো শিবনাথকে খারাপ ভাবেনি। আদর্শ নারীরূপে রানীর উপস্থিতি গল্পটিকে ভিন্নতা এনে দিয়েছে। ‘বনবাতাস গল্পে ‘ আরতি দেবীর’ চরিত্রটি পরশ্রীকাতর চরিত্ররূপে গড়ে উঠেছে। নারী মনের গোপন রহস্যের উন্মোচনে গল্পকার সিদ্ধহস্ত । এই গল্পে ‘ আরতির চরিত্রের হিংসাপরায়ণা রূপ খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। এক মুখোশধারী চরিত্ররূপে আরতী দেবী চরিত্রটি গড়ে উঠেছে।

''আত্মগর্বের জয়সংকেত ভালো না বাসার গর্ব ছিল নিজের মনে। ভালোবাসা পাওয়ার ছদ্মবেশ দেখাতে পারতেন বাইরের জগৎ কে। অকল্পেয় সুখের মুখোশ ছিল মুখে। আশ্চর্য খুশির আমেজ হোক ভান।..''[৫]

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গল্পটি অনন্য রূপ লাভ করেছে।

'কুশীদাশ্রিত' গল্পের অন্যতম নারী চরিত্রগুলি হল, মীনাবতী, রারানি, নির্মলা , নমিতা ও সমিতা। গল্পকার এই সমস্ত চরিত্রগুলির মাধ্যমে পুরনো সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক সংস্কারের দ্বন্দ্বের দিকটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'চন্দ্রভস্ম ' গল্পের মধ্যে সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলির চিত্র নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

আধুনিক সভ্যতার আলো যেখানে সমাজ তথা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে মূলচাঁদ মাড়োয়ারির মতো ব্যক্তিরা মানুষদের শিশুদের বৃদ্ধ -বৃদ্ধাদের ভিক্ষা নামক জীবিকা উপার্জনের যন্ত্রকে ব্যবহার করে। বিনিময়ে তারা পায় শুধু পেট ভরে দুটো খাওয়া। মানুষকে মানুষ কি ভাবে নিজের স্বাস্থ্যের কাজে ব্যবহার করে তার বড় প্রমাণ মূলচাঁদ মাড়োয়ারি। অসহায়টাকে কাজে লাগিয়ে এক লোভী লোলুপের দল নিজের উপার্জনের পথ বিস্তার করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করে। ফটকের অন্দরে জটলা পাকিয়ে থাকে নিরুপায় মানুষগুলি লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন—

"অনেক অনেক মেয়েমরদ, কচি ছেলে আর কানা বুড়োর দল জটলা পাকিয়ে গুলতানি করে।"[৬]

এইভাবে জীবনের নির্মম সত্যকে নিখুঁত বর্ণনা আমাদের সামনে হাজির করেছেন।

গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয় হল মনুষ্যত্বের অবক্ষয়ের দিকটি। মানুষ মানুষের জন্য সহানুভূতির বদল জীবিকার সামগ্রী হয়ে ওঠে। রুফন, মাংনা, সনকা, রাউতি-রা জীবন যুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায় বেঁচে থাকার জন্য, টিকে থাকার জন্য। লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে তারা ভিক্ষা করে মূলচাঁদ মাড়োয়ারির ভান্ডারকে ভরিয়ে তোলে তবুও তাদের জীবন থেকে হাসি চলে যায় না। জীবনকে তারা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে শিখিয়েছে। লাজলজ্জাকে উপেক্ষা করে মাংলারা টিকে থাকে। মানুষ হিসাবে তাদের নিম্নতম সম্মান নেই যখন পয়সা খোঁজার নাম করে তেওয়ারি মেয়েগুলোর কোমরের ঘুনসিতে হাত বুলিয়ে দেখে নেয়। লেখক নিপুন দৃষ্টিতে সেই ঘটনার চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—

"ছেঁড়া কাপড়টা হিঁচটে নে খুলে দিয়েছিল মাংনার, মেয়েমরদ সবার সামনে। ঝেরে খুলে কাপড়ের খুঁটগুলো যখন দেখছিল তেওয়ারি তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল জহর.."।[৭]

-- এ যেন এক নির্মম সত্যকে নিমেষে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন গল্পকার । দু'মুঠো খাবার জন্য দেড়শো ছায়াশরীর প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করে চলে। বিনিময় লম্বা উঠোনের মাটির মেঝেতে পোতা পেরে যত খুশি খেতে পায় তারা। এক অদ্‌ভুত চরিত্র রাউতি। পাঁচ মাসের পেট নিয়ে খেতে গিয়ে পাতের পাশেই বমি করেছিল মাংনার গায়ে সেই বমি পরলেও সে কোন রাগ করলো না এই হল সহানুভূতি সহযোদ্ধার প্রতি ভালোবাসা সহমর্মিতা। গল্পের প্রতিটি চরিত্রই জনপ্রিয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। রাওতি পুনরায় খেতে চাইলে মাংনা বলেছে—

"মাগি মরবি তুই মরবি। খানি থেমে মাংনা আবার বলে ছেলেটাকেও মারবি হতচ্ছারী।"[৮]

কথ্য ভাষার প্রয়োগে চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাদের খাওয়া-পরার ঠিক নেই তারা আবার সন্তান ধারণে এগিয়ে এসেছে এ যেন বস্তি জীবনের নিত্য ঘটনারই নামান্তর। সনকা, রাউতি, সারিয়ারা নিম্নবৃত্ত সমাজের প্রতিনিধি রূপে উঠে এসেছে। জীবন যন্ত্রণার এক নিদারুণ চিত্র এই সমস্ত নারী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

'শিশুমেধ' গল্পে আমরা 'সুশীলা চরিত্রটির পরিচয় পায়। রোমান্টিক ভাবধারার উন্মোচনে 'সুশীলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। গল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় সুকোমল ও ঈষিতার ভালোবাসার কাহিনী। ঈষিতার স্বীকারোক্তি —

"গরিবের মেয়ে আমি তাই জানতাম মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়ানো যায় কিন্তু চাঁদকে ছোঁয়া যায় না কোনওদিন দেখাইনি যে তোমাকে মনেপ্রানে ভালবাসি"[৯]

ঈষিতা সুকোমলের ভালোবাসা পূর্ণতা পায়নি দুজন দুজনকে ভালবাসলেও তাদের স্বপ্ন গেছে ভেঙে পথ গেছে বেঁকে। দুজনে আজ আলাদা আলাদা সংসার পেতেছে তবুও তাদের সেই ভালবাসার দোহাই দিয়ে ঈষিতা সুকোমলের কাছে কিছু পাওয়ার আবদার করছে। তাই তো তার ওই চিঠির অবতারণা। সাত বছর সময়কালের মধ্যে গল্পের ঘটনাধারা পাল্টে গেছে। পাল্টে গেছে চরিত্রগুলোর বোঝাপড়া। সামাজিক নানা সমস্যাগুলোকে গল্পকার রমাপদ চৌধুরী চরিত্রগুলির উপর ভর করেই সমস্যাগুলির উন্মোচন করেছেন। কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলন তখনও যে সমাজে ছিল তা সুকোমল এর উক্তি থেকেই বোঝা যায়। সুকোমল যখন তার স্ত্রী সুষমাকে বলে—

"যে ডেলিভারি কেসটায় গিয়েছিলাম না, তার যন্ত্রণা দেখে সত্যি আমার মত ছুরি-কাঁচি চালানো ডাক্তারের চোখেও জল এলো।"[১০]

সুকোমলের কথা শুনে সুষমার চোখ ছলছল করে ওঠে। একটা ব্যথা তার অন্তরে আজও রয়ে গেছে। সন্তান না হওয়ার ব্যথা। মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যথা। গল্পটির মধ্যে আমাদের সমাজে নারীর অবস্থানগত স্বাধীনতা না পাওয়ার জ্বালা কতখানি তা গল্পকার দেখিয়েছেন। একটি ষোলো বছরের মেয়ের প্রথম মা-হওয়ার যে যন্ত্রণা কতখানি তা সুকোমলের মতো ডাক্তারের উক্তিতে উঠে এসেছে। সমাজ সংস্কার , সংবিধানের সব জ্বালা - যন্ত্রণা ডাক্তাররা যেভাবে দেখতে পায় আর পাঁচটা সাধারণ মানুষ তা পায় না।

গল্পটি শেষ হয়েছে কিছুটা রহস্যের মধ্যে দিয়ে। ঈষিতা চায় সুকোমলকে দিয়ে তার অবাঞ্ছিত সন্তানকে, শিশুকে অকালে গর্ভপাত করাতে। কিন্তু নীতিবাগিশ সুকোমল তা করতে চায় না। অন্যায়কে সে মেনে নিতে পারে না। তাই নিয়ে ঈষিতা ও সুকোমলের দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। অবশেষে টাকার কাছে সাময়িক ভাবে হার মানে সুকোমল। ঈষিতা সুকোমলকে যখন বলে—

''—হোক ন্যায়, হোক অন্যায়, তোমাকে ছাড়বনা আমি। কত টাকা চাও তুমি বলো, বলো তুমি কত টাকা চাও। যে টাকা সারাজীবনে পাবেনা, যে অঙ্কের স্বপ্নও তুমি দেখোনি—কত টাকা চাও তুমি?''[১১]

তখন সুকোমলের হঠাৎ সুবুদ্ধির উদয় হয় সেখান থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ঈষিতার শর্তে সাময়িক রাজি হয়। সুকোমল ঈষিতাকে প্রশ্ন করে কত টাকা তুমি দিতে পারবে উত্তরে ঈষিতা বলে—

''রানা বাঁধের বধূরাণী আমি টাকার অভাব হবে না যার কোনও দিন। টাকা, টাকা..।''[১২]

আসলে ঈষিতা চায় স্বামী ফিরে আসার আগে তার অবৈধ সন্তানকে গর্ভপাত করাতে কারণ তার স্বামী দু-বছর পর বাড়ি ফিরে আসছে। তার কাছে টাকা-ঐশ্বর্যই বড়ো, সামাজিক মর্যাদাই বড়ো। তাই সে চায় নিজ গর্ভের সন্তানকে হত্যা করতে। সন্তানের চেয়েও তার কাছে বড়ো টাকা, যশ, ঐশ্বর্য। তাইতো সুকোমলের কাছে তার শেষ আর্জি— ন্যায়, চরিত্র , সরল জীবন নিষ্কলঙ্ক জীবন। সুকোমলও ঈষিতার কথায় রাজি হয়ে যায়।

'চোর' গল্পে কমলা চরিত্রটি ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। একটি চোর —'সানু ঘোষ' কে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছে কমলার ভালোবাসা। তাই 'কমলা হল সেই জিয়নকাঠির ছোঁয়ায় সানু ঘোষ চোর থেকে প্রকৃত মানুষ রূপে রূপান্তরিত হয়েছে।

'করুণকন্যা' গল্পে 'মাধুরী' চরিত্রটি দাঙ্গা ও দেশবিভাগে জর্জরিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। রাতের অন্ধকারে কারা যেন মাধুরীকে অপহরণ করে ধর্ষণ করে। মাধুরীকে পুলিশ যখন উদ্ধার করে বাড়ি ফেরাতে যায় তখন মাধুরীর পরিবার 'সম্ভ্রম ও সম্মান' রক্ষার দোহায় দিয়ে বাড়িতে আশ্রয় দিল না। বাধ্য হয়েই মাধুরী 'খারাপ' মেয়েই পরিণত হল। গল্পটির ট্যাজিক পরিণতি পাঠক হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। 'ইমলী' গল্পের 'ইমলী' চরিত্রটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরবর্তী সময় যে ভয়ঙ্কর রূপ কলকাতা শহরে ঘটেছিল তারই পরিচয় মেনে। পেটের তাগিদে 'ইমলি' এগলি সেগলি ঘুরে

বেড়ায়।কেউএকহাতামধুর বিনিময়েকেউআবার একমুঠো পয়সারবিনিময়েকেউবা রুটিরবিনিময়েতাঁর ইজ্জত নিতে চায়। আসলে ইমলি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে গল্পকার শহর কলকাতারঅস্থির পরিবেশেরঅসহায়রূপকেতুলেধরেছেন। আবার 'লাটুয়া ওঝার কাহিনীর সুরমণি বন্ধনী , মরিয়মরাকুলি-কামিনসাঁওতালসমাজেরপ্রতিনিধি রূপেউঠে এসেছে। 'রেবকা সোরেনের কবর' গল্পের রূপবতীআদিবাসীসমাজেরপ্রতিভূরূপে উঠে এসেছে।রূপবতীনিজধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে।সে মাকু সাহেবকেবিয়ে করেছে।রূপমতীরমৃত্যু গল্পটিকে ট্র্যাজিক রসে উত্তীর্ণ করেছে।রূপমতীরকবরেরউপরলেখা হয় 'রেবেকাসোরেনের কবর'। রূপমতিরকরুণপরিণতিরচিত্র প্রকাশে গল্পটি অনবদ্য। আদিবাসীসমাজেডাইনি অপবাদনতুনকিছু নয়। সেইডাইনিঅপবাদেরকাহিনীনিয়েইরমাপদরচনা করেছেন 'ঝুমরাবিবির মেলা গল্পটি। সোনাডিহির মানুষেরাসমস্ত ঘটনার জন্য ঝুমরা বিবিকে দোষী সাব্যস্ত করে ডাইন অপবাদদেওয়া 'ঝুমরাবিবি চরিত্রটি আদিবাসীনারীসমাজেরএকউজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিতহতেপারে।

'আমি আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া গল্পের নমিতা চরিত্রটি সামাজিকমানসিকতারফসলস্বরূপ গৌতমকে মৃত্যুর হাত থেকেনুলিয়া বাঙালেকথামেতো নুলিয়াকেনমিতাসোনার বালা দেবো বলেও দিতে পারলেননা। সামজিক টানাপোড়েনেনমিতা বিধ্বস্ত হয় শেষপর্যন্ত বালা দেওয়ার কথা অঙ্গীকারণ করলেন।আসলেনমিতা চরিত্রের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত মানসিকতারইপ্রতিফলন ঘটেছে।এই আলোচেনারসমাপ্তি ঘোষণা করবো 'পার্কস্ট্রীটের সেই মেয়েটি গল্পের মেয়েটিকেদিয়ে।

গল্পটিতে দেখা যায়, একটি মেয়েমদ খেয়েটলটেটলতেরাস্তায় এসেপড়েগেছে।কিন্তু কোথা থেকেএল, কীভাবে এল—তা কেউদেখেনি।পথচলতি মানুষমেয়েটিকেদেখতেজটলাপাকিয়েছে।কেউবলছেমাতালমাতাল। আর মেয়েটি—

''মাতাল মাতাল পদক্ষেপ, প্রায় রাবারের মেরুদণ্ডেএকটা সুন্দর আর উজ্জ্বল শরীরকেদাঁড় করানোর চেষ্টা। ছুটেযেতেচাইছে ঢলেপড়ছে।নেশায় নাইলনশাড়িরআঁচলখসেপড়েছো হাতেরওপর।''[১৩]

পার্কস্ট্রিটের রাতেরঘটনাটিলেখককেনাড়াদিয়েছিল তাই সবাইকেচমকেদেবার মতো ঘটনাটিকেতিনি গল্পের রূপদিলেন।কলকাতারনাগরিকজীবনেবড়ো ঘরের মেয়েদেরযে বেলেল্লাপনা—নতুনকিছু নয়, তা আমরাজানি।বাঙালি মেয়েমদ খেয়েরাতের কলকাতারফুটপাতেপড়েআছে—তা লোভ লোভ চোখে সবাই তাকিয়েদেখছে।গল্পকার এই দৃশ্যের বর্ণনায় রূপও সংকোচের প্রয়োগে ঘটনাটিকেগাম্ভীর্যপূর্ণ করে তোলেন। কতকগুলিরূপকচরিত্র — বেঁটেখাটো প্যান্ট কোট, ধুতি-পাঞ্জাবি , ফোলিও ব্যাগ, ঢ্যাঙা আর হাওয়াই শার্ট , পায়া গোটানো প্রভৃতি মাধ্যমে নাগরিকজীবনেমেয়েরাযে মদ্যপান করে রাতের অন্ধকারে রাস্তায় পড়েনেশারঘোরে বিড়বিড়করে বকতেথাকে— তাকে লেখকসমর্থন করেননি।অথচ মেয়েটিকেদেখে মনেহয় বড়ো ঘরের মেয়ে।কিন্তু মেয়েটিরএই করুণঅবস্থা দেখে কেউএগিয়েআসেনা ভিড় থেকে।বেঁটেখাটো, ধুটি পাঞ্জাবি , ফোলিও ব্যাগ, ঢ্যাঙা আর হাওয়াই শার্ট , পায়া গোটানো প্রভৃতি মুখোশধারী মানুষেরাশুধুপরিস্থিতির মজালুটছে।মানবিক মুখ সেখানেঅনুপস্থিত। কেউআবার বলছেনযে রেটে আমেরিকান্বানাচ্ছে তাতে সমাজব্যবস্থা বিপন্ন হওয়ারই সামিল।শুধুভিড়েরমধ্যে থেকেথপথপ সকলকেচিৎকারকরেবলল—

''কী মজাদেখছেন,সরে যান না। ভিড়দু-ফাঁকহয়ে গেল।থপথপএগিয়েগিয়েহাত আর কোমর ধরে তুললমেয়েটিকে। বিনি, বিনি ডার্লিং। আঃসরে যান না আপনারা।''[১৪]

শুধুথপথপইমেয়েটিকেতুলেগাড়িতেকরেনিয়ে গেল।আর ভিড়েরসমস্ত লোক মজাদেখছিল, কারও মধ্যে এগিয়ে আসার মানসিকতাছিল না। ছিল না পাশেদাঁড়ানোর ইচ্ছে। সকলে মজা দেখতেআর মন্তব্য করতেই পটু। এই হল আমাদেরবাবু কালচার, আমাদেরমধ্যবিত্ত মানসিকতা।বিপদ বুঝেও মেয়েটিরপাশেআমরাদাঁড়াতেপারি না, পারিওনি। সবাই এতক্ষণ একটা খোলামেলা মেয়েমানুষদেখছিল। সমাজসম্পর্কে লেখকেরএই বিদ্রুপ আমাদেরহৃদয়কেনাড়া দেয়।গল্পটি রূপকও সংকেতেরব্যবহারে অনবদ্য রূপলাভকরেছে।

সামগ্রিক আলোচনায় বোঝা যায় রমাপদচৌধুরীর নানা গল্পের মাধ্যমে সমাজেরবিভিন্ন স্তর থেকেতাঁর নারী চরিত্রদের তুলে এনেছেন।সমাজ দৃষ্টিভঙ্গীর নিপুণতা আর মনোবিশ্লেষণে এই সমস্ত নারী চরিত্ররা বাংলা ছোটোগল্পের ধারাকেনতুনপথেরদিশা দেখিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী রমাপদ গল্পসমগ্র , ‘ উদয়াস্ত ’, দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ , আগস্ট, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ ১।
২. ঐ, পৃ ১।
৩. ঐ, পৃ ৪।
৪. ঐ, পৃ ৪।
৫. চৌধুরী রমাপদ গল্পসমগ্র , ‘ বনবাতাস, দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ , আগস্ট, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ ২০।
৬. চৌধুরী রমাপদ গল্পসমগ্র , ‘ চন্দ্রভস্ম ’, দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ , আগস্ট, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ ৩৮।
৭. ঐ, পৃ ৩৯।
৮. ঐ, পৃ ৪০।
৯. চৌধুরী রমাপদ গল্পসমগ্র , ‘ শিশুমেধ দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ , আগস্ট, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ ৪৭।
চৌধুরী রমাপদ গল্পসমগ্র , শিশুমেধ দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ , আগস্ট, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ ৪৭।
১১. চৌধুরী রমাপদ গল্পসমগ্র , শিশুমেধ দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ , আগস্ট, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ ৫১।
১২. ঐ পৃষ্ঠা ৫১
১৩. ১০. চৌধুরী রমাপদ গল্পসমগ্র , ‘ পার্ক স্ট্রিটের সেই মেয়েটি, দ্বিতীয় সংস্করণ , অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ , আগস্ট, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ ৭৯৮।
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৮০১।

আকরগ্রন্থ

১. চৌধুরী রমাপদ আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯, পৃ ১।
২. চৌধুরী রমাপদ কখনো আসেনিক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ , ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮।
৩. চৌধুরী রমাপদ দরবারী, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ , বৈশাখ১৩৬১।
৪. চৌধুরী রমাপদ পিয়াপসন্দ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : মাঘ১৩৬১।

সহায়কগ্রন্থ :

১. অধিকারীনীহার শুভ্র, গল্পের ভুবন রমাপদচৌধুরী, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০১৮, পুনশ্চ, ১১৪ এন ডা এস সি.ব্যানার্জী রোড, কলকাতা১০।

২. আখতার সানজিদা বাংলা ছোটগল্পের দেশবিভাগ (১৯৪৭-১৯৭০), বাংলা একাডেমী ঢাকা-প্রথম প্রকাশ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।
৩. আচার্য ড. দেবেশকুমার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিকযুগ) ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা ২০০৭।
৪. কর ড. গীতা জীবনশিল্পী সমরেশ বসু বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট , কলকাতা ৯।
৫. কলকাতা চার্ণক থেকে সি.এম.ডি.এ. পর্যন্ত এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস—অতুল সুর, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা : লি:, দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৯৮৪।
৬. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ বাংলা গল্প বিচিত্রা , প্রকাশভবন, কলকাতা ১৪০১।
৭. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ সাহিত্যে ছোটগল্প , প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ , শ্রাবণ ১৪০৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা : লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট , কলকা -৭৩।
৮. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ ছোটগল্পের সীমারেখা বাক সাহিত্য কলকাতা ১৪০৬।
৯. গাজীআব্দুর রহিম যুগের প্রতিবিম্ব : বাংলা ছোটগল্প , বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট , কলকাতা ৯।
১০. গিরি ড. পুষ্পেন্দুশেখর কথাসাহিত্য উপন্যাস ছোটগল্প এবং তত্ত্ব , প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাক ১৪১৭, করুণা প্রকাসনী , ১৮-এ টেমার লেন কলকাতা ৯।
১১. গিরি রত্নদ্যুতি ছোটগল্পের আন্তর্জগৎ , ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন্স ৩৯, এ পটুয়াটোলা লেন কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৯।
১২. গুপ্ত ক্ষেত্র , তারাশঙ্কর অনুসন্ধান '৯৮, পুস্তক বিপণি কলকাতা ১৯৯৮।
১৩. ঘোষ বিনয় মেট্রোবলিটন মনমধ্যবিত্ত বিদ্রোহ , ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান , প্রথম মুদ্রণ , ২০০৯।
১৪. ঘোষ সুজিত মানিকসাহিত্যে অবচেতন মিত্র ও ঘোষ , কলকাতা ২০০৩।
১৫. ঘোষাল জয়ন্তকুমার, বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা , ১৯৯২।

সহায়কপত্রপত্রিকা :

১. চৌধুরী শম্পা সময়যখন নায়ক: রাপদ চৌধুরীর কথাসাহিত্য, জিজ্ঞাসা, চতুর্বিংশ বর্ষ , দ্বিতীয় সংখ্যা।
২. চৌধুরী শম্পাদ রমাপদ চৌধুরীর গল্প , কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, তবু একলব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ , বইমেলা সংখ্যা, কলকাতা দিয়া পাবলিকেশন্স ২০১৩।
৩. চৌধুরী রমাপদ আমরা সবাই প্রথম সংস্করণ , ডিসেম্বর ১৯৮০।
৪. পুরকাইত উত্তম (সম্পাদক), শতবর্ষে সুবোধ ঘোষ সংখ্যা, উজাগর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক, প্রকাশক-১৪১৫।
৫. পুরকাইত উত্তম (সম্পাদক), রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা: উজাগর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক, একাদশ বর্ষ , প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, শিবানন্দধাম, সিজবেড়িয়া উলুবেড়িয়া হাওড়া, প্রকাশন ১৪২০।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থপ্রতিম , রমাপদ চৌধুরীর গল্প , কুঠার, শারদ সংখ্যা ১৪০৩।
৭. বসু সৌমিত্র (সম্পাদক), বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা: বাংলা বিভাগ, ২০০২-২০০৩, যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয় , কলকাতা ৩২।
৮. ভৌমিক তাপস সম্পাদক ক্রোড়পত্র : সুবোধ ঘোষের সাহিত্য ও জীবন, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা, ১৪১